দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08 JUL 2006
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫

জাতীয় বাজেটে উপেক্ষিত ধর্মীয় শিক্ষা খাত

মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী

প্রতি বছর জুনে সংসদে দেশে বাজেট পেশ করা হয়ে থাকে। গত ৯ জুন জাতীয় সংসদে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের ৬৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে। যা ৩০ জুন পাস হয়। জাতীয় বাজেটে এবারও শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে ৯ হাজার ৬৮৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটের ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে। ২০০৪-০৫ সালের বাজেটে এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা, যা কিনা ২০০৩-০৪ সালের বাজেটের চেয়ে ৯৪০ কোটি টাকা বেশি ছিল। ওই সময়সীমায় বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মূল বাজেটের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। আর তা বেড়ে হয়েছে ১৫ শতাংশ। সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারের বাজেটেও ধর্মীয় শিক্ষা খাতে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

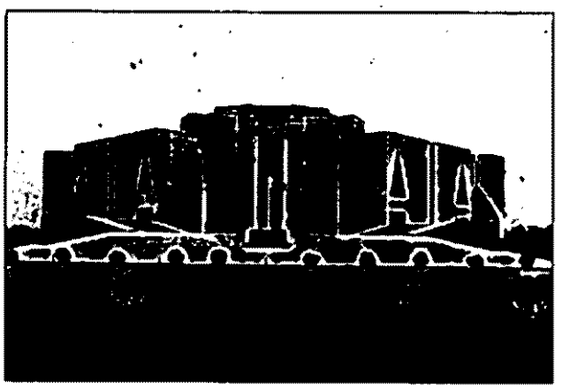

স্বাধীনতার ৩৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনে কোন সরকারই আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি, যা এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দারুণভাবে ব্যথিত করেছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়া সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক লোক তৈরী করা সম্ভবপর নয়। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ব্যতীত সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এর জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষা খাতে আলাদা বরাদ্দ।

আমাদের দেশে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একটি সাধারণ শিক্ষা, অপরটি ধর্মীয় শিক্ষা। আমাদের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বেশিরভাগই রাখা হয় সাধারণ শিক্ষার জন্য। আর ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নামমাত্র বরাদ্দ দেয়া হয়। এজন্য সরকার স্কুল-কলেজ গুলোতে বড় বড় অংকের অনুদান দিয়ে এগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করলেও মাদ্রাসাগুলোর ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি সব সময়ই একচোখা। তাই দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় ভবন, আসবাবপত্র, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি ও শিক্ষা সরঞ্জামাদি নেই। দেশে সরকারী মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র ৪টি হলেও নতুন করে কোন মাদ্রাসা সরকারীকরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। দেশের ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো সরকারীকরণের ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণের পক্ষ থেকে দাবী-দাওয়া পেশ করা হলেও কোন সরকারই বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছে না। ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে ডিগ্রী ও মাষ্টার্সের মান প্রদানের দাবী এখন জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারপরও সরকার এ বিষয়টি নিয়ে অহরহ হুলচাতুরির আশ্রয় দিচ্ছে। অথচ মাদ্রাসার সিলেবাস এখন কলেজের সিলেবাসের আদলেই সাজানো হয়েছে। এখন মাদ্রাসার ফাজিল স্তরে ডিগ্রীর ইংরেজি, বাংলা, অর্থনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব এবং মাদ্রাসার ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাষ্টার্স মান দেয়াসহ আরো যুগোপযোগী করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন মাদ্রাসা শিক্ষায় সরকারের বরাদ্দ একটা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করার শামিল। তাদের এ কথা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত। মাদ্রাসার নতুন সিলেবাস সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণা নেই, তারাই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কারণ মাদ্রাসায় এখন কলেজের প্রায় সব বিষয়ই পড়ানো হচ্ছে। এমনকি কোন কোন মাদ্রাসায় নিজেদের উদ্যোগে কম্পিউটারও শেখানো হচ্ছে। তাই বর্তমানে মাদ্রাসা ছাত্ররাও কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতা করে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে এবং এসব ক্ষেত্রে ভাল রেজাল্ট করছে।

সাধারণ শিক্ষার জন্য বরাদ্দের সিংহভাগ ব্যয় করা হলেও এ শিক্ষার উচ্চস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার কোন সুযোগ রাখা হয় না। যার ফলে অনেকেই শিক্ষাজীবনের শেষে এসে নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা আর যাই হোক অন্তত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ থেকে দূর থাকছে। সমাজে যত হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটছে এর এক-শতাংশতেও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। আগামী দিনে নৈতিকভাবে আমাদের যুব সমাজকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এদেশের মুসলিম জনগণের সেন্টিমেন্ট রক্ষার্থে হলেও ধর্মীয় শিক্ষা খাতে একটি বিশেষ অংশ বরাদ্দ রাখা জরুরি। যা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। প্রতিটি বাজেটেই বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত।